ওঁরা আসছে

কর্ণফুলী'র মিনি রিপোর্ট

আবহমান বাংলার ঐতিহ্যে লালিত ঐতিহ্য আর চেতনা, বাংলা নববর্ষের আগমন আমাদের হাজার বছরের বহমান এই চেতনারই অংশ। এ দিনটি বাঙ্গালী জতিকে উদ্বেলিত করে সম্মিলিত প্রচেষ্টার সমীকরণে বহমান নবান্নের ফসলের রঙে। বৃক্ষরাজি ও তার শাখা পল্লব যেমন পাখিদের কলকাকলীতে মুখোরিত হয়, আমাদের জীবনও সাজিয়ে নেয় অবিরল রঙের ধারায় সারাদিনভর গান, ছন্দপাঠ, নৃত্য কিংবা নান্দনিক হৃদয়ের পূর্ণতা এ মিলনমেলায়। এ যেন অনাগত বাস্তবতাকে কাছে টেনে পূরনোকে ভুলার আহ্বান আর হাজারো হৃদয়ের বিজয়ের জয়গান।

বাংলা মা আমার আর সুখে তার বাঁশ বাগানের মাথায় চাঁদ খোজে না, কপাঠ বন্ধ করে ঘুমের ঘেরে রক্তাক্ত মানচিত্র খোঁজে। ছিনিয়ে আনা বিস্তির্ণ সবুজের রক্তে মাখামাখি আহত বোমার আঘাতে স্বাধীনতা বিদীর্ণ প্রায়। এ যেন কাউকে চিন্তিত না করে, বলতে না হয় ঘরে ধর্ষিত মা-বোন আর বোমা আঘাতে পঙ্গু বাবাকে রেখে তোমাকে বরণ করতে পারবনা। আজ আর এ নববর্ষ রমনার বটমূল যেন কারাগার আর বাহিরে দন্ডায়মান পাহারাদার স্বপ্ন দেখাতে চায় বন্ধ কপাটে করাঘাতে। আবার শকুন গুলো জড়ো হয়েছে আরেক ছদ্মবেশে আমাদেরই মাঝে তাই এ নতুন বছর বয়ে আনুক হাজারো স্বপ্নের ভেলায় ভাসতে চাওয়া কৃষান-কিষানীর হাসি আর নবান্নের উৎসবের মতো, বয়ে আনুক আনন্দধারা বহমান স্রোতের মত।

ক্রমবর্ধমান অরাজকাতা আর অসুস্থ সাংস্কৃতির ক্রমান্বয়ে গ্রাস করছে সেই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লালন কিংবা ছিনিয়ে নিতে চায় বাউলের একতারাকে। এখন গিতাঞ্জলী কিংবা বনলতা সেন আর হৃদয়কে আন্দোলিত করেনা আর রাখাল ছেলে আল্‌পথে গোধুলীর বাশি বাজিয়ে ঘরে ফিরে না। সারাদেশ ব্যাপি মৌলবাদী ও রাজনৈতীক সন্ত্রাসীদের বোমার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন রমনা বটমূল কিংবা ডি-সি হিল প্রাঙ্গন আর তারই মাঝে আবার নতুন কিছু শুরুর আহবান, এ যেন হারিয়ে নিজেকে আবার ফিরে পাওয়ার কৃত্তিম বাসনা আর রাজনৈতিক হোলী খেলা সস্তা রঙচঙে ভালবাসার বেচাকেনা। তবুও স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি আমরা স্বপ্ন বিলাসী সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় বরণ করে নিব ১৪১৩ বঙ্গাব্দ আরেক নতুন গান নিয়ে।

শত ব্যর্থতা আর না পাওয়ার হতাশায় মাঝেও আগত ১৪১৩ বঙ্গাব্দকে বরণ করতে **ওঁরা আসছে।** প্রতিবারের মত এবারও **প্রতীতি** আগামী ৮ই এপ্রিল, সকাল ৯.৩০টায় শনিবার ২০০৬ এ্যাশফিল্ড পার্কে আয়োজন করতে যাচ্ছে তাদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। আবহমান বাংলার ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির ধারাক হিসেবে বাংলার নিজেস্ব কৃষ্টি, স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্টকে তুলে ধরাই **প্রতীতি**'র অঙ্গীকার। প্রতীতি আমাদের কর্ণফুলী'কে জানিয়েছেন যে উক্ত অনুষ্ঠানে আনন্দধ্বনি'র শিশুশিল্পীরাও সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। প্রতীতি'র অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় আছেন ক্যাম্বেলটাউন বাংলা স্কুল। বর্ষবরণের এ মিলনমেলায় সকল বাংলাভাষীর স্ববান্ধব উপস্থিতি আরও একবার প্রমানিত করবে বাঙ্গালী'র জাতিয় চেতনার মূলমন্ত্র ও তার হাজার বছরের লালিত ঐতিহ্যের দায়বদ্ধতা। প্রতীতি'র শ্লোগান **'এ আলো কাটুক আঁধার'।**

কর্ণফুলী'র মিনি রিপোর্ট